জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ২, সংখ্যা ১৩, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২২

বিএনটিটিপি'র গবেষণার সত্যতা পেয়েছে এলটিইউ

'খুচরা' আর 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য'র ফাঁকে রাজস্ব ফাঁকি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

সিগারেটের প্যাকেটে মুদ্রিত খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি করায় সরকার প্রতিবছর প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে বলে বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) এর গবেষণায় যে তথ্য উঠে এসেছে তার সত্যতা পেয়েছে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ)। একইসঙ্গে সিগারেটের প্যাকেটে খুচরা মূল্যের আগে 'সর্বোচ্চ' শব্দ লেখা না থাকার অজুহাত দেখিয়ে এ রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে বলেও এলটিইউ এর তদন্তে ... বিস্তারিত

বিশ্বব্যাপী সিগারেটের দামে হেরফের করছে তামাক কোম্পানি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

বিশ্বব্যাপী তামাক কোম্পানিগুলো তামাক করের প্রভাবকে দুর্বল করার জন্য তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করছে। একইসঙ্গে মানুষ যাতে ধূমপান অব্যাহত রাখে সেজন্য তারা সিগারেটের দামে হেরফের করছে। বাংলাদেশ, মেক্সিকো, পাকিস্তান, তুরস্ক এবং যুক্তরাজ্যসহ সম্প্রতি তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করেছে এমন প্রায় ... বিস্তারিত

'পুরনো মোড়কে সিগারেট বিক্রি, সরকারের বিপুল রাজস্ব ফাঁকি'

বিএনটিটিপি ডেস্ক

বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলো দেশের আইন ভঙ্গ করে গত অর্থবছরের পুরনো ব্যান্ডরোল ও মোড়কে সিগারেট বিক্রি করছে। একইসঙ্গে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি করে মুনাফা করছে। শুধু তাই নয়, বাড়তি যে দাম নেয়া হচ্ছে সেটা চলতি অর্থবছরের চেয়েও অনেক বেশি। এতে সরকার বিপুল পরিমান রাজস্ব ... বিস্তারিত

সম্পাদকীয়

প্রতি অর্থবছর জাতীয় বাজেটে সরকার তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর হার নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু দেশি ও বিদেশি কোম্পানিগুলো নির্ধারিত দামের চেয়ে অতিরিক্ত দামে সিগারেট বিক্রি করতে বাধ্য করছে। তামাক কোম্পানিগুলো খুচরা শলাকা সিগারেট বিক্রি করছে এবং তাতে নিজেদের ইচ্ছামত দাম নির্ধারণ করে দিচ্ছে। ... বিস্তারিত

এ সংখ্যায় যা থাকছে

- 'খুচরা' আর 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য'র ফাঁকে রাজস্ব ফাঁকি
- বিশ্বব্যাপী সিগারেটের দামে হেরফের করছে তামাক কোম্পানি
- 'পুরনো মোড়কে সিগারেট বিক্রি, সরকারের বিপুল রাজস্ব ফাঁকি'
- ১০ বছরে তামাক খাতে রাজস্ব বৃদ্ধি ৩ গুণ
- ধূমপানমুক্ত দেশ হচ্ছে নিউজিল্যান্ড
- তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ সরকারের রাজস্ব বাড়াবে
- 'জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরকার, বিরোধীতায় তামাক কোম্পানি'
- সুনির্দিষ্ট করারোপ তামাক নিয়ন্ত্রণের বড় হাতিয়ার
- বিএটিবি'র বোর্ড থেকে সরকারের সচিবদের দ্রুত বেরিয়ে আসা উচিত : পরিকল্পনা মন্ত্রী

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। একই সাথে তিনি ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল হিসাবে দেশে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ তিনি অনুভব করেছেন তামাক মুক্ত দেশ গড়তে দেশে একটি সর্বাঙ্গীন 'তামাক কর নীতি'র কোনো ... বিস্তারিত

'জনস্বাস্থ্য নীতিকথা' নিউজলেটারটি বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর মাসিক মুখপত্র। ঠিকানা : বিএনটিটিপি সচিবালয়, সি ৪, বাড়ি নং ৬, রোড নং ১০৯, গুলশান ২।
ফোন +৮৮(০২) ৯৮৮০৩৬৩; E-mail: bnttpbd@gmail.com; website: www.bnttp.net

সম্পাদক : হামিদুল ইসলাম হিল্লোল
সম্পাদনা পরিষদ : ইব্রাহীম খলিল
ইশরাত জাহান ঐশী

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ২, সংখ্যা ১৩, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২২

১০ বছরে তামাক খাতে রাজস্ব বৃদ্ধি ৩ গুণ

বিএনটিটিপি ডেস্ক

সরকারের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়ার পর থেকেই তামাক কোম্পানিগুলো আইন সংশোধনের উদ্যোগকে বিতর্কিত করতে নানা ধরনের প্রচারণা শুরু করেছে। বরাবরের মত তারা, 'আইন সংশোধন হলে রাজস্ব কমে যাবে' এমন ভয় দেখাতে শুরু করেছে। ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ এবং ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধনের সময়ও তারা একই ধরনের প্রচারণা চালায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, গত ১০ বছরে তামাক খাত থেকে সরকারের রাজস্ব ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন প্রণয়নের ফলে তামাক ব্যবহারের হার কমলেও ... বিস্তারিত

গত ২৪ আগস্ট পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনইসি কনফারেন্স রুমে যৌথভাবে জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করে বিইআর ও বিএনটিটিপি।

জাতীয় সেমিনারে বক্তারা

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ সরকারের রাজস্ব বাড়াবে

বিএনটিটিপি ডেস্ক

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর অ্যাডলেভরেম করারোপ পদ্ধতির পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি বাস্তবায়ন হলে সরকারের রাজস্ব বাড়বে। একইসঙ্গে সরকারের রাজস্ব আদায়ও সহজ হবে।পাশাপাশি জনস্বাস্থ্যের ওপর ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।ইতোমধ্যে ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকাসহ আমাদের প্রতিবেশী বেশকিছু দেশ সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতিতে রাজস্ব বৃদ্ধিতে ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় লাভবান হয়েছে।গত ২৪ আগস্ট ২০২২, বুধবার বেলা ১১.০০ টায় পরিকল্পনা ... বিস্তারিত

ধূমপানমুক্ত দেশ হচ্ছে নিউজিল্যান্ড

বিএনটিটিপি ডেস্ক

তামাকের প্রসার রোধে সবচেয়ে কঠোর ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারির পর জন্ম নেওয়া সবার কাছে তামাক বিক্রি নিষিদ্ধ করার আইন করছে দেশটি। নিউজিল্যান্ড কর্তৃপক্ষ বলছে, পরবর্তী প্রজন্মকে সুরক্ষায় ধূমপান নিষিদ্ধে বিশ্বের প্রথম আইন এটি। ২০২৫ সাল নাগাদ নিউজিল্যান্ড ধূমপানমুক্ত দেশ হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে নতুন আইন ... বিস্তারিত

'জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরকার, বিরোধীতায় তামাক কোম্পানি'

বিএনটিটিপি ডেস্ক

সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে সিগারেট কোম্পানিগুলো নানা ধরনের বিভ্রান্তকর প্রচারণা চালাচ্ছে। ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের পর ২০১৩ সালে সংশোধনের প্রেক্ষিতে দেশে তামাক ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় সরকার ... বিস্তারিত

সংবাদ সম্মেলনে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা

সুনির্দিষ্ট করারোপ তামাক নিয়ন্ত্রণের বড় হাতিয়ার

বিএনটিটিপি ডেস্ক

সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করা হলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণে বড়ো ভূমিকা রাখবে। অন্যদিকে রাজস্ব ফাঁকি রোধ করতে সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রি বন্ধের পাশাপাশি ... বিস্তারিত

বিএটিবি'র বোর্ড থেকে সরকারের সচিবদের দ্রুত বেরিয়ে আসা উচিত : পরিকল্পনা মন্ত্রী

বিএনটিটিপি ডেস্ক

তামাক নিয়ন্ত্রণ ও সরকারের নীতিতে যাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না হয় সেজন্য বিএটিবি'র বোর্ড থেকে সচিবদের দ্রুত বেরিয়ে আসা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এম. এ. মান্নান এমপি। গত ৩০ নভেম্বর ২০২২ বিকেলে ৩টায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনইসি কনফারেন্স রুমে ওয়ার্ক ফর বেটার ... বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ২, সংখ্যা ১৩, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২২

‘খুচরা’ আর ‘সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য’র ফাঁকে

প্রথম পাতার পর

তদন্তে উঠে এসেছে। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, সর্বোচ্চ শব্দটি উল্লেখ না থাকায় প্রতিদিন সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে প্রায় ২০ কোটি টাকা ভোক্তার পকেট থেকে অতিরিক্ত চলে যাচ্ছে, যা মাসে প্রায় ৬০০ কোটি আর বছরে দাঁড়ায় প্রায় ৭৩০০ কোটি টাকা। সিগারেট কিনতে ভোক্তার পকেট থেকে যাওয়া এ টাকার ওপর প্রতিদিন সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে প্রায় ১৩.৬৮ কোটি, মাসে প্রায় ৪১০.৪ কোটি এবং বছরে প্রায় ৪৯৯৩.২ কোটি টাকা। সরকার নির্ধারিত খুচরা মূল্যের চেয়ে খোলাবাজারে অধিক মূল্যে সিগারেট বিক্রয় হওয়ায় সরকার এই রাজস্ব হারাচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ও বিধিতে পণ্যের মোড়কে ‘সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য’ লেখার বিধান থাকলেও সিগারেট কোম্পানিগুলো প্রভাব খাটিয়ে এসআরওতে ‘বিক্রয় মূল্য বা খুচরা মূল্য’ লিখিয়ে নিয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে সিগারেট কোম্পানিগুলো প্যাকেটের গায়ে সর্বোচ্চ শব্দ লিখছে না। এতে একদিকে ভোক্তা ঠকছে, অন্যদিকে রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। রাজস্ব ফাঁকি রোধে এসআরও সংশোধন করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) চিঠি দিয়েছে এলটিইউ।

‘নির্ধারিত খুচরা মূল্যের চেয়ে খোলাবাজারে অধিক মূল্যে সিগারেট বিক্রয় হচ্ছে’-বিইআর ও বিএনটিটিপির এ গবেষণা ও অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত সেপ্টেম্বরে বাজার পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করে এলটিইউ। এতে অভিযোগের সত্যতা পায় এলটিইউ। ‘নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে সিগারেট বিক্রি হওয়ায় রাজস্ব ক্ষতি ও মূল্যস্ফীতির কারণে ভোক্তার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে’। এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে সম্প্রতি এলটিইউ’র সভা কক্ষে এলটিইউ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মধ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বলা হয়, এলটিইউতে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড (বিএটিবি) ও ইউনাইটেড টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড (জেটিআই) নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান।

সিগারেট খাতের রাজস্ব আদায় বিষয়ে মূসক আইন, ২০১২-এর ধারা ৫৮-এর উপধারা (২) বলা হয়েছে, ‘উক্ত বিশেষ পরিকল্পনা দ্বারা বোর্ড উক্ত পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং উক্ত মূল্য মূসক এবং সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য হিসাবে গণ্য হইবে।’ আইনের এ ধারা বাস্তবায়নে ২০১৯ সালের ১৩ জুন এনবিআর এসআরও জারি করে। সেই এসআরও অনুযায়ী ‘উৎপাদিত বা আমদানিকৃত তামাকযুক্ত সিগারেটের মূল্য নির্ধারণসহ উহার প্যাকেটে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৯ জারি করা হয়। বিধিমালার বিধি-৫-এর উপবিধি (১)-এ সিগারেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিধিমালা অনুযায়ী কয়েকটি এসআরও জারি করা হয়, যাতে স্তরভিত্তিক সিগারেট, বিড়ি, জর্দা এবং গুলের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

আরও বলা হয়, চলতি অর্থবছরের ১ জুনের এসআরও অনুযায়ী তামাকযুক্ত সিগারেটে চারটি স্তরে খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে সরকার। এর মধ্যে অতি উচ্চস্তরের ১০ শলাকা সিগারেট প্যাকেটের খুচরা মূল্য ১৪২ টাকা, উচ্চস্তর ১১১ টাকা, মধ্যমস্তর ৬৫ টাকা ও নিম্নস্তর ৪০ টাকা। সে অনুযায়ী অতি উচ্চস্তরের প্রতি শলাকার মূল্য ১৪ টাকা ২০ পয়সা, উচ্চস্তরের প্রতি শলাকা ১১ টাকা ১০ পয়সা, মধ্যমস্তর প্রতি শলাকা ৬ টাকা ৫০ পয়সা ও নিম্নস্তরের প্রতি শলাকা ৪ টাকা। কিন্তু খোলাবাজারে নির্ধারিত খুচরা মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে সিগারেট বিক্রি করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি ও ভোক্তার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।

সভায় বলা হয়, বাজার পর্যবেক্ষণ ও যাচাইয়ে দেখা গেছে, অতি উচ্চস্তরের প্রতি শলাকা বিক্রি হচ্ছে ১৫ থেকে ১৬ টাকা। অর্থাৎ প্রতি শলাকা সিগারেটের বাজার মূল্য ও সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে ৮০ পয়সা থেকে ১ টাকা ৮০ পয়সা বেশি মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। এ ছাড়া উচ্চস্তরের প্রতি শলাকায় ৯০ পয়সা, মধ্যমস্তরে ৫০ পয়সা ও নিম্নস্তরে ১ টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। নির্ধারিত খুচরা মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে প্রতি স্তরের সিগারেট বিক্রয় হওয়ায় সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। এতে ভোক্তার ওপর মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়ছে এবং ভোক্তা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। সভায় আরও বলা হয়, সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো স্তরভিত্তিক উপকরণের নাম ও ব্যবহারের পরিমাণসহ প্রফিট মার্জিন উল্লেখ করে এলটিইউতে মূল্য ঘোষণাপত্র দাখিল করে। যাতে ট্রেড মার্জিনও অন্তর্ভুক্ত থাকে। ফলে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রয় করার সুযোগ নেই। সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অঙ্গন থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যের ওপর প্রযোজ্য কর পরিশোধ করে সিগারেট সরবরাহ করায় বিদ্যমান মূসক আইন অনুযায়ী উৎপাদনকারী পর্যায়ে রাজস্ব সরকার পাচ্ছে। কিন্তু খোলাবাজারে প্রতি শলাকা সিগারেট বেশি মূল্যে বিক্রয় হওয়ার কারণে একদিকে ভোক্তা অবৈধ মূল্য বৃদ্ধির চাপের সম্মুখীন হচ্ছে, অপরদিকে খুচরা বিক্রয় পর্যায়ে সেই অতিরিক্ত মূল্যের ওপর প্রযোজ্য রাজস্ব থেকে সরকার বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু খোলাবাজারে প্রতি শলাকা সিগারেট বেশি মূল্যে বিক্রয় হওয়ার কারণে একদিকে ভোক্তা অবৈধ মূল্য বৃদ্ধির চাপের সম্মুখীন হচ্ছে, অপরদিকে খুচরা বিক্রয় পর্যায়ে সেই অতিরিক্ত মূল্যের ওপর প্রযোজ্য রাজস্ব থেকে সরকার বঞ্চিত হচ্ছে।

সভায় উপপরিচালক বিকাশ চন্দ্র দাস বলেন, সিগারেটের গায়ে মুদ্রিত মূল্যের চেয়ে খুচরা পর্যায়ে প্রতি শলাকা সিগারেট বেশি মূল্যে বিক্রয়ের বিষয়ে তাদের দপ্তরে বিএটিবি’র সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তারা অধিদপ্তরকে জানিয়েছে, প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত মূল্য হলো খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য। কিন্তু ভোক্তা অধিদপ্তরের আইনগত অভিমত হলো, বিএসটিআই’র পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১-এর বিধি-৫-এর উপবিধি (৬) অনুযায়ী মোড়কজাত পণ্যের মোড়কের গায়ে ‘সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য’ মুদ্রিত থাকতে হবে এবং সেটিই হচ্ছে ভোক্তা মূল্য যা সিগারেট কোম্পানিগুলো মানছে না। খোলাবাজারে ১০ পয়সা, ২০ পয়সার সমতুল্য বিনিময় মুদ্রা প্রচলিত নেই। দেশে বর্তমানে ২৫ পয়সা, ৫০ পয়সার বিনিময় করা যায় না। এসআরও অনুযায়ী, অতি উচ্চস্তরের এক শলাকা সিগারেটের মূল্য ১৪ টাকা ২০ পয়সা, উচ্চস্তরের এক শলাকা সিগারেটের মূল্য ১১ টাকা ১০ পয়সা, মধ্যমস্তরের এক শলাকা সিগারেটের মূল্য ৬ টাকা ৫০ পয়সা। অর্থাৎ খুচরা শলাকা ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিনিময় মূল্য প্রদান করতে না পারার অজুহাতে খুচরা বিক্রয়কারী অতিরিক্ত মূল্য আদায়ের সুযোগ পায়।

অপরদিকে, বিদ্যমান মূসক আইনের আওতায় জারি করা এসআরও অনুযায়ী, সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সিগারেটের প্যাকেটে খুচরা মূল্য মুদ্রণ করলেও ‘সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য মুদ্রণ না করায়’ খুচরা বিক্রির সময় মুদ্রিত মূল্যের অতিরিক্ত দাম আদায়ের ক্ষেত্রে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের করণীয় কিছু থাকে না। তবে এনবিআর হতে এসআরও সংশোধন করে সিগারেটের প্যাকেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করা হলে, সেই সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট বিক্রির বিষয়ে কোনো অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলে বিধি অনুযায়ী ভ্যাট অফিসসমূহ এবং ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পরিদর্শী দল নিবারক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে। ফলে একদিকে রাজস্ব প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে ভোক্তারা সরকার নির্ধারিত মূল্যে সিগারেট কিনতে পারবেন। অপরদিকে, এলটিইউ এনবিআরকে দেয়া চিঠিতে সিগারেট-সংক্রান্ত এসআরও সংশোধন করে ‘বিক্রয় মূল্য বা খুচরা মূল্য’ শব্দসমূহের পরিবর্তে ‘সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য’ শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করার অনুরোধ জানিয়েছে।

এনবিআরের হিসাব অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছর (৩৬৫ দিন হিসাবে) মোট ৭ হাজার ১৮৭ কোটি শলাকা সিগারেট বিক্রি হয়েছে। এর মধ্যে প্রিমিয়াম বা উচ্চস্তরে ৫৯৩ কোটি, উচ্চস্তরে ৫৬৭ কোটি, মধ্যমস্তরে ৬০৩ কোটি ও নি¤œস্তরে ৫ হাজার ৪২৪ কোটি শলাকা সিগারেট বিক্রি হয়েছে। হিসাব অনুযায়ী, একদিনে সিগারেট বিক্রি হয়েছে ১৯ কোটি ৭০ লাখ শলাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরের সিগারেট বিক্রির সঙ্গে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সিগারেট বিক্রির হিসাবের তুলনা করে দেখা যায়, বর্তমানে বাজারে প্রিমিয়াম স্তরে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে প্রতি শলাকা ১ টাকা ৮০ পয়সা বা ৮০ পয়সা বেশি বিক্রি হচ্ছে। একদিনে প্রিমিয়াম স্তরের সিগারেট বিক্রি হচ্ছে এক কোটি ৬২ লাখ ৪৬ হাজার ৫৭৫ শলাকা এবং ৩০ দিনে বিক্রি হচ্ছে ৪৮ কোটি ৭৩ লাখ ৯৭ হাজার ২৬০ শলাকা। ৮০ পয়সা হিসেবে বাড়তি প্রায় এক কোটি ৩০ লাখ টাকা আর ৩০ দিনে প্রায় ৩৯ কোটি টাকা সিগারেট কোম্পানি ভোক্তা থেকে বেশি নিচ্ছে। এক টাকা ৮০ পয়সা হিসেবে একদিনে প্রায় ২ কোটি ৯৩ লাখ টাকা ও ৩০ দিনে প্রায় ৮৮ কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে।

একইভাবে উচ্চস্তরে একদিনে এক কোটি ৫৫ লাখ ৩৪ হাজার ২৪৬ শলাকা ও ৩০ দিনে ৪৬ কোটি ৬০ লাখ ২৭ হাজার ৩৮০ শলাকা সিগারেট বিক্রি হয়। ৯০ পয়সা হিসাবে প্রতিদিন উচ্চস্তরে প্রায় এক কোটি ৪০ লাখ টাকা এবং ৩০ দিনে প্রায় ৪২ কোটি টাকা সিগারেট কোম্পানি বেশি নিচ্ছে। মধ্যম স্তরে একদিনে এক কোটি ৬৫ লাখ ২০ হাজার ৫৪৭ শলাকা ও ৩০ দিনে ৪৯ কোটি ৫৬ লাখ ১৬ হাজার ৪১০ শলাকা সিগারেট বিক্রি হয়। ৫০ পয়সা হিসাবে প্রতিদিন মধ্যমস্তরে প্রায় ৮২ লাখ টাকা ও ৩০ দিনে প্রায় ২৫ কোটি টাকা বাড়তি নেয়া হচ্ছে। নিম্নস্তরে প্রতিদিন সিগারেট বিক্রি হয় ১৪ কোটি ৮৬ লাখ ২ হাজার ৭৩৯ শলাকা ও ৩০ দিনে ৪৪৫ কোটি ৮০ লাখ ৮২ হাজার ১৭০ শলাকা সিগারেট বিক্রি হচ্ছে। নি¤œস্তরে এক টাকা হিসাবে একদিনে প্রায় ১৫ কোটি ও ৩০ দিনে প্রায় ৪৪৬ কোটি টাকা বাড়তি নিচ্ছে সিগারেট কোম্পানি। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ২০ কোটি টাকা ও মাসে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার বিক্রি করা সিগারেটের ওপর রাজস্ব পায় না সরকার। এ বিষয়ে এনবিআরের একজন কর্মকর্তা বলেন, এলটিইউ থেকে এ-সংক্রান্ত চিঠি দেয়া হয়েছে। সিগারেট কোম্পানিগুলো প্রতিদিন অতিরিক্ত যে টাকা নিচ্ছে, তা থেকে সরকার রাজস্ব পাচ্ছে না। তথ্যগুলো যাচাই ও পর্যালোচনা করে এনবিআর এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ২, সংখ্যা ১৩, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২২

বিশ্বব্যাপী সিগারেটের দামে হেরফের

প্রথম পাতার পর

৩০টি দেশের তথ্য নিয়ে “The Price We Pay: Six Industry Pricing Strategies That Undermine Life-Saving Tobacco Taxes” শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করেছে তামাক কোম্পানি পর্যবেক্ষণকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘স্টপ’।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তামাক কোম্পানির কৌশলগুলো নিয়ে প্রকাশিত গবেষণাগুলো একত্রিত করে এবং ধনী দেশগুলোর কৌশলগুলির সাথে তাদের তুলনা করে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনের বলা হয়েছে, স্টপের প্রতিবেদনে কীভাবে তামাক কোম্পানিগুলো সিগারেটের দাম নিয়ন্ত্রণ ও হেরফের করে তা স্পষ্ট হয়েছে। এতে দাম নিয়ে কোম্পানি কর্তৃক ৬টি উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে,

ডিফারেনশিয়াল শিফটিং : বিশ্বব্যাপী তামাক কোম্পানিগুলো সিগারেটের মূল্য প্রভাবিত করতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে ডিফারেনশিয়াল শিফটিং পদ্ধতি। এক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোতে ওভার শিফটিংয়ের মাধ্যমে কর হার বৃদ্ধির তুলনায় সিগারেটের মূল্য বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে সাধারণত ভোক্তারা করভার বহন করে। বিপরীতে তামাক কোম্পানিগুলো আরও অধিক মুনাফা লাভ করে।

অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাধারণত আন্ডার শিফটিং পদ্ধতিতে সিগারেটের মূল্য প্রভাবিত করে থাকে তামাক কোম্পানিগুলো। যেহেতু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়লে ধূমপায়ীদের সংখ্যা কমে এবং ধূমপান ছাড়তে উৎসাহিত হয়। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ভোক্তাদের ওপর পুরোটা না দিয়ে তামাক কোম্পানিও আরোপকৃত কর হারের কিছু অংশ বহন করে। অবশ্য গবেষণায় দেখা গেছে, কখনও কখনো তামাক কোম্পানিগুলো একই দেশে উভয় কৌশলই অনুসরণ করে। একইসঙ্গে অতি উচ্চস্তরের সিগারেটের দাম এবং বাজেটে সিগারেটের একাধিক স্তরের মধ্যে দামের ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়।

নতুন ব্র্যান্ড প্রবর্তন : মূল্যে প্রভাব ফেলতে তামাক কোম্পানির আরেকটি কূটকৌশল হলো দাম কম রাখতে সস্তা ব্র্যান্ডের মতো, ভেরিয়েন্ট, সেগমেন্টের সিগারেটের প্রবর্তন করা। যা তামাক কোম্পানিগুলোর কাছে বিশ্বব্যাপী অনেক জনপ্রিয় কৌশল।

মূল্য বৈষম্য : এ ধরনের পদ্ধতিতে তামাক কোম্পানিগুলো একই পণ্য বিভিন্ন মূল্যে বিভিন্ন গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করে। একইসঙ্গে নিজেদের পণ্যের প্রমোশন করে।

দাম বৃদ্ধি বুঝতে না দেয়া : বাজেটে কর বৃদ্ধি করলেও সময়ের সাথে সাথে এমনভাবে ধীরে ধীরে দাম বাড়াতে হবে যাতে ভোক্তাদের লক্ষ্য করার সম্ভাবনা কম থাকে। ফলে তারা তামাক সেবন কমানো বা বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিবে না।

সংকোচন অবলম্বন করা : মূল্যে প্রভাব ফেলার আরেকটি জনপ্রিয় কৌশল হলো একাধিক প্যাকেটে শলাকার কমবেশি করে বাজারজাত করা। যেমন : একটি প্যাকেটে সিগারেটের সংখ্যা কমিয়ে বা তাদের আকার কমিয়ে দাম বৃদ্ধি করলে ভোক্তারা এক সাথে অধিক শলাকার প্যাকেট না কিনে কম শলাকার প্যাকেট কিনবে। এতে দাম বৃদ্ধির প্রভাব ভোক্তারা সংকোচন মনে করবে।

পণ্যের বৈশিষ্ট্য বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন : সিগারেট বা তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হলে সেটা যাতে ভোক্তাদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে না পারে সেজন্য তামাকজাত দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন নিয়ে আসে তামাক কোম্পানি। যেমন অনেক দেশে সিগারেটের মতো সিগারিলো’র প্রবর্তন করা। কারণ অনেক দেশে এগুলোতে কম হারে ট্যাক্স আরোপ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তামাক কর তামাক ব্যবহার কমানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটি শুধুমাত্র তখনই কাজ করে যখন ভোক্তারা উচ্চ মূল্যের প্রভাব অনুভব করেন। অনেক সময় তামাক কোম্পানিগুলো দাম কম রেখে এবং বাজারের শেয়ার ধরে রেখে কর বৃদ্ধির কৌশলটিকে বাঞ্চাল করতে পারে। যেমন অনুমান করা হয় যে সাধারণত ধনী দেশগুলির তুলনায় বিশ্বের ৮০ শতাংশ ধূমপায়ী বিশ্বের দক্ষিণের দেশগুলোতে রয়েছে যেখানে অতিউচ্চ স্তর এবং নিম্ন স্তরের সিগারেটের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি।

যেমন আফ্রিকা মহাদেশে সিগারেটের ভোক্তা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছে তামাক কোম্পানিগুলো। এখানে তুলনামূলকভাবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম বিশ্বে সবচেয়ে সস্তা।

এ প্রতিবেদনের সহলেখক ইউনিভার্সিটি অফ বাথ স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের ব্যবসায়িক অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষণাকারী দলের অন্যতম সদস্য ড. রব ব্রান্সটন বলেন, তামাক কোম্পানি কীভাবে মানুষের আসক্তি এবং তামাকজাত দ্রব্যের মূল্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে স্টপ এই প্রতিবেদনে সেটার বিস্তারিত তুলে ধরেছে।

তিনি আরও বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো কর ব্যবস্থার জটিলতাকে কীভাবে কাজে লাগায় সেটা এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে উঠে এসেছে। আসলে উচ্চ তামাক কর এবং মূল্য প্রয়োগ করে রাজস্বের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুবিধার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। এজন্য তামাক পণ্যের স্তরগুলিতে ধারাবাহিকভাবে দাম ও কর হার বৃদ্ধি এবং এক শলাকার সিগারেট বাজার থেকে অপসারণ করা হয়।

বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, কলম্বিয়া এবং বতসোয়ানা, জাম্বিয়া, মোজাম্বিক এবং ইথিওপিয়াসহ প্রতিবেদনে উল্লিখিত বেশ কয়েকটি আফ্রিকান দেশে, এক শলাকা সিগারেটের প্রাপ্যতা বাজারকে জটিল করে তুলেছে। এক শলাকাগুলো কোম্পানিদের মূল্য নির্ধারণের দ্বিতীয় কৌশল প্রয়োগ করার সুযোগ দেয়, যা সিগারেটের প্যাকেটে উল্লিখিত দামের চেয়ে আলাদা হতে পারে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এক শলাকা বিক্রির হলে কর বৃদ্ধির প্রভাব তুলনামূলক কম হয়। একইসঙ্গে ভোক্তাদের সস্তা সিগারেট সেবন করতে এবং ধূমপানের অভ্যাস বজায় রাখতে সাহায্য করে। বিপরীতে প্যাকেটের দাম বৃদ্ধি পেলে তামাক সেবন ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে ভোক্তাদের এক শলাকা ক্রয় করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

সরকার কোম্পানির কারসাজি যেভাবে প্রতিরোধ করতে পারে

স্টপ এই প্রতিবেদন মূল্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা তামাক কোম্পানিগুলোর ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ সুপারিশ করে। এর মধ্যে রয়েছে:

১. প্রচারমূলক মূল্য হ্রাস নিষিদ্ধ করা;

২. দাম মসৃণতা মোকাবেলা করার জন্য শিল্প কতবার তাদের দাম পরিবর্তন করতে পারে তা সীমিত করা;

৩. দামের সংকোচন রোধ করার জন্য তামাকের প্যাকেটের আকার নির্দিষ্ট করা;

৪. একই পণ্যগুলোর মধ্যে করের হার সমান করা এবং তামাক কোম্পানিগুলোর ব্র্যান্ডের সংখ্যা সীমিত করা যাতে ভোক্তাদের সস্তা ব্র্যান্ডগুলিতে সুইচ করা রোধ করতে পারে;

৫. বড়ো ধরণের কর হার প্রবর্তন করা যাতে তামাক কোম্পানি নয়, সরকার উচ্চ মূল্যের সুবিধা পায়;

৬. এক শলাকা বিক্রি বন্ধ করা, যা যুবক এবং অন্যান্য ব্যয়-সচেতন গোষ্ঠীর কাছে তামাককে সহজলভ্য করে তোলে।

৭. কোম্পানিগুলোর প্রভাব দূর করতে সরাসরি তামাকের দাম নির্ধারণের কথা বিবেচনা করা।

প্রতিবেদনের শেষে বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষণা গ্রুপের সহলেখক ড. জয়েনব শেখ বলেছেন, সিগারেট কোম্পানির উদ্দেশ্য হলো তাদের বাজারের অংশীদারিত্ব বজায় রাখার সাথে তাদের আয় বৃদ্ধির ভারসাম্য বজায় রাখা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তরুণদের সংখ্যা ধরে রেখে তাদের মুনাফা অর্জন করা। তারা খুব কমই জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনা করে। আর ঠিক এ জন্যই জনগণের স্বার্থে সরকারের এগিয়ে থাকা উচিত।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ১৩, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২২

পুরনো মোড়কে সিগারেট বিক্রি

প্রথম পাতার পর

হারাচ্ছে। অথচ সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

আজ ১৭ জুলাই, ২০২২, রোববার, সকাল ১০:৩০ টায় অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি এর উদ্যোগে 'জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা : তামাক কোম্পানির সিএসআর ও ইনকাম ট্যাক্স'শীর্ষক একটি ওয়েবিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। মিটিং সফটওয়ার জুমে এ ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েবিনারে মূল বক্তব্য তুলে ধরেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষক ও একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর কান্ট্রি ম্যানেজার নাসির উদ্দীন শেখ, উন্নয়ন সমন্বয় এর ডিরেক্টর রিসার্চ আব্দুল্লাহ নাদভী এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান।

ওয়িবিনারে বক্তারা বলেন, এবারের বাজেটে কর হার না বাড়িয়ে নামমাত্র মূল্য বাড়ানো হয়েছে। বাজেট ঘোষণার এক মাস আগেই তামাক কোম্পানিগুলো সিগারেটের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু বাজেট ঘোষণার পরও গত অর্থবছরের পুরনো মোড়কে সিগারেট বিক্রি করছে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলো। যা আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইনে বলা হয়েছে বাজেট ঘোষণার পর পুরনো ব্যান্ডরোলের সিগারেট বাজারজাত করা যাবে না। বাজারজাত করতে হলে নতুন দাম সিল মেরে সংযুক্ত করে দিতে হবে। অথচ তামাক কোম্পানি সেটা না মেনে গত দেড় মাসেই তারা ১০০ কোটির বেশি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে।

বক্তারা আরো বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো কেবল পুরনো প্যাকেটে সিগারেট বাজারজাত ও বিক্রি করছে না। বরং এগুলো চলতি অর্থবছরের বেঁধে দেয়া মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। যা তারা কখনোই করতে পারে না। সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত এ বিষয়ে অতিদ্রুত পদক্ষেপ নেয়া।

তারা আরও বলেন, তামাক কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপন দেয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু নামমাত্র সিএসআরের মাধ্যমে তারা নানাভাবে নিজেদের প্রচার প্রচারণা করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছে সেটা বাস্তবায়ন করতে তামাক কোম্পানির এমন অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ গোলাম মহিউদ্দীন ফারুকসহ দেশের বিভিন্ন তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ, উন্নয়নকর্মী ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

ধূমপানমুক্ত দেশ হচ্ছে নিউজিল্যান্ড

দ্বিতীয় পাতার পর

পাস আরেকটি পদক্ষেপ। দ্য গার্ডিয়ান–এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সারাদেশে সিগারেট বিক্রির জন্য বৈধভাবে অনুমোদিত দোকানের সংখ্যা কমিয়ে ৬ হাজার থেকে ৬০০ করা হবে। গত ১৩ ডিসেম্বর এই আইন চূড়ান্ত হয়েছে। ২০২৩ সাল থেকে এটি কার্যকর হবে।

আইনটি পাসের সময় দেশটির উপস্বাস্থ্যমন্ত্রী আয়েশা ভেরাল বলেন, হাজার হাজার মানুষ দীর্ঘজীবী হবে। স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করবে এবং ধূমপানের কারণে সৃষ্ট অসুস্থতা যেমন অসংখ্য ধরনের ক্যানসার, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকে চিকিৎসার প্রয়োজন হবে না। এতে স্বাস্থ্য খাতে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার খরচ কমবে।

নিউজিল্যান্ডে অবশ্য এখন ধূমপানের হার অনেক কম। এক বছর আগে দেশটিতে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৯ দশমিক ৪ শতাংশ ধূমপায়ী ছিল, যা এ বছর কমে ৮ শতাংশে নেমেছে। এক দশক আগের তুলনায় দেশটিতে ধূমপায়ীর হার অর্ধেকে নেমে এসেছে।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

১০ বছরে তামাক খাতে রাজস্ব

দ্বিতীয় পাতার পর

মূল্য ও কর বৃদ্ধির কারণে রাজস্ব আয় কখনোই পূর্বের বছরের তুলনায় কমেনি। গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২২, বৃহস্পতিবার, সকাল ১০:৩০ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি এর উদ্যোগে 'রাজস্ব হারানোর জুজুর ভয়, তামাক কোম্পানির পুরনো অস্ত্র ও বাস্তবতা' শীর্ষক একটি ওয়েবিনারে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা এসব কথা বলেন।

জুমে অনুষ্ঠিত এ ওয়েবিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপনকালে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষক ও একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা বলেন, ২০০৫ সালে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হয়। আইন পাসের বছর (২০০৪-০৫ অর্থ-বছর) তামাকজাত দ্রব্য থেকে থেকে রাজস্ব আয় ছিলো ২ হাজার ৮৮৮ কোটি টাকা, পরের বছর তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ হাজার ৩৫১ কোটি টাকায়। সরকার ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১০ হাজার ১৭০ কোটি টাকা রাজস্ব পায়। ২০১৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের পরের বছর রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকায়। এই বছরগুলোতে রাজস্ব বৃদ্ধির হার কখনোই কমেনি বরং ২০০৪-০৫ অর্থ বছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত তামাকজাত দ্রব্য থেকে রাজস্ব আয় প্রায় সাড়ে ১১ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ আইন পাস, সংশোধনসহ তামাক নিয়ন্ত্রণের প্রতিটি উদ্যোগে তামাক কোম্পানী রাজস্ব হারানোর ভয় দেখিয়েছে।

ওয়েবিনারে অপর একটি প্রবন্ধে বিএনটিটিপি'র প্রজেক্ট ম্যানেজার হামিদুল ইসলাম হিল্লোল বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিলেই তামাক কোম্পানিগুলো রাজস্ব কমে যাওয়ার ভয় দেখায়। এনবিআরও সেই ভয় নিয়ে কথা বলে। কিন্তু পরিসংখ্যানে রাজস্ব কমার কোনো নজির কখনোই পাওয়া যায়নি। বরং প্রস্তাবিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনে সিগারেটের খুচরা বিক্রি বন্ধ, লাইসেন্সিং ব্যবস্থা, স্মোকিং জোন নিষিদ্ধকরণ, ই-সিগারেট বিক্রি-উৎপাদন-আমদানি বন্ধের কথা বলা হয়েছে। যেগুলো জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বাস্তবায়ন হওয়া অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে জরুরি একটি তামাক কর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

ওয়েবিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে উন্নয়ন সমন্বয় এর ডিরেক্টর রিসার্চ আব্দুল্লাহ নাদভী বলেন, তামাক কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত পরোক্ষ কর অনেক কম। যার ৮১ শতাংশ পরোক্ষভাবে ভোক্তার উপরই বর্তায়। পরোক্ষ কর আমাদের আয়ের প্রধান উৎস না। আমাদের প্রত্যক্ষ করের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তামাকে উচ্চমাত্রায় করারোপ করলে বিক্রি কমলেও তা রাজস্বে তেমন কোন প্রভাব ফেলবে না। বরং সেটা তামাক সেবনকারীর সংখ্যা কমাতে সাহায্য করবে এবং তরুণদের নিরুৎসাহিত করবে।

প্যানেল আলোচক হিসেবে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেলের সহযোগী অধ্যাপক ও প্রকল্প পরিচালক মো. বজলুর রহমান বলেন, বাজেটে কখনো সাদা পাতাকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। এটার উপর কোনো ট্যাক্স নেই ফলে এটার বাজার উন্মুক্ত। নীতিতে সবসময় সিগারেট অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। কিন্তু দেশে জর্দা, গুল, সাদাপাতার ব্যবহার অনেক বেশি। তাই এসব দ্রব্যের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া জরুরী।

বিএনটিটিপি'র প্রজেক্ট অফিসার ইব্রাহীম খলিলের সঞ্চালনায় ওয়েবিনারে ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর কান্ট্রি ম্যানেজার নাসির উদ্দীন শেখসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ, উন্নয়নকর্মী ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ১৩, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২২

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ

দ্বিতীয় পাতার পর

মন্ত্রণালয়ের এনইসি কনফারেন্স রুমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) যৌথভাবে আয়োজিত 'জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ' শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এম. এ. মান্নান এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) এর সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) হোসেন আলী খোন্দকার। বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার সৈয়দ মাহফুজুল হক, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নাসির উদ্দীন আহমেদ।

সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিইআর এর ফোকাল পার্সন অধ্যাপক ড. রুমানা হক। এছাড়া 'রাজস্ব ফাঁকিতে তামাক কোম্পানির কূটকৌশল ও হস্তক্ষেপ' শীর্ষক শিরোনামে বক্তব্য উপস্থাপন করেন তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষক ও একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, উন্নয়নকর্মী ও সাংবাদিকবৃন্দ এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান বলেন, গবেষণা থেকে দেখেছি, তামাকখাত থেকে সরকার যা আয় করছে তার চেয়ে বেশি স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হচ্ছে। ফলে তামাক একটি ক্ষতিকর বস্তু এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে পরিষ্কারভাবে বলেছেন ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করবেন। এটা কিন্তু একটি জাতীয় প্রতিশ্রুতি। ফলে এটি বাস্তবায়ন করা আমাদের দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, অনেক সময় তামাক কোম্পানির বিভিন্ন লবিংয়ের কারণে এনবিআর চাইলেও সাথে সাথে পদক্ষেপ নিতে পারে না। তবে আমি বিশ্বাস করি সরকার ভালো কাজ করছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন পর্যন্ত অনেক ভালো কাজ করেছেন। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ চলুন সবাই একসাথে আগামী দিনের তরুণ সমাজের জন্য তামাকের এই সমস্যাকে প্রতিহত করি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারা বলেন, সাড়ে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিলে সারাদেশে বিনামূল্যে হৃদরোগ চিকিৎসা দেয়া সম্ভব। তামাকের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ ও কর হার বাড়িয়ে এ ব্যয় মেটানো যেতে পারে। এছাড়া সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি করে বছরে সরকার প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে। অতিদ্রুত সরকারকে এ কর ফাঁকি বন্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। একইসঙ্গে সিগারেট ও বিড়ির খুচরা বিক্রি নিষিদ্ধ করতে হবে। কারণ এতে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে এবং ভোক্তারাও তামাক গ্রহণে উৎসাহিত হচ্ছে। এছাড়া তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের পাশাপাশি সিগারেটের চার স্তরভিত্তিক কর কাঠামো ধারাবাহিকভাবে এক স্তরে নিয়ে আসতে হবে।

তারা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাক কর নীতি প্রণীত হলে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ একটি সাধারণ নিয়মের মধ্যে আসবে। এর মাধ্যমে আধুনিক ও কার্যকর করারোপ পদ্ধতি ও কর আদায় পদ্ধতির প্রচলন হবে। ফলে তামাক কর ব্যবস্থার জটিলতা কমে আসবে। একটি কমপ্রিহেন্সিভ তামাক কর নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর প্রশাসন আরো কার্যকর ও দক্ষ হয়ে উঠবে। যার মাধ্যমে কর ফাঁকি রোধ করা যাবে। একইসঙ্গে এর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় অগ্রগতি ভূমিকা রেখে জনবান্ধব রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরকার

দ্বিতীয় পাতার পর

আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা দেশকে আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সুস্থ্য জাতি উন্নত দেশের অন্যতম শর্ত, জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব না হলে দেশের উন্নয়ন ধরে রাখা সম্ভব হবে না। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে তামাক কোম্পানির সকল অপচেষ্টাকে প্রতিহত করে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন দ্রুত সংশোধনের আহবান জানিয়েছে চিকিৎসক সমাজ।

আজ মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর ২০২২) বিকেল ৩টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, বাংলাদেশ সোসাইটি অব রেডিয়েশন অনকোলোজিস্ট, ইউনাইটেড ফোরাম এগেইনস্ট টোব্যাকো ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি যৌথভাবে 'জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরকার, বিরোধীতায় তামাক কোম্পানি' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডিপার্টমেন্ট অব ইপিডেমিওলজি অ্যান্ড রিসার্চ বিভাগের গবেষক ডা. মাহবুবুস সোবহান। গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশেষজ্ঞ হিসেবে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটি অব রেডিয়েশন অনকোলোজিস্টের প্রধান অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক হোসেন, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মো. খোরশেদ আলম ও ডাস্ এর উপদেষ্টা আমিনুল ইসলাম বকুল। এছাড়া তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের প্রায় অর্ধশতাধিক প্রতিনিধিগণ সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে তামাক ব্যবহার হ্রাস একটি দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। এই সময়ে আইন ও নীতির মাধ্যমে কঠোরভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে, ২০৪০ সালে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আর এ জন্য আমাদের মূল লক্ষ্য বর্তমান জনসংখ্যার অধিকাংশ তরুণদের ধূমপান শুরু হতে বিরত রাখা। ২০০৫ সালে আইনটি প্রণয়ন ও ২০১৩ সালে এই আইনটি সংশোধন হয়ছিল। ঠিক ঐ সময়ও তামাক কোম্পানি একইভাবে আইনের বিরোধীতা করেছিল। কিন্তু এ সময়ে তামাক কোম্পানির ব্যবসার লাভ কোন অংশ কমেনি। কর ফাঁকি এবং আইনভঙ্গ করে ব্যবসা কারণে দুইটি বিদেশি কোম্পানি দেশের তামাকজাত পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। বাংলাদেশে মূলত দুইটি বিদেশি কোম্পানি দেশের তামাক ব্যবসার সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই কোম্পানিগুলো তাদের বাণিজ্য প্রসারের জন্য আমাদের দেশকে বেছে নিয়েছে। তারা শুধু এদেশ থেকে লভাংশ্যই নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ দেশে যে রোগের ব্যয়, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং যে অর্থনৈতিক ক্ষতি, পরিবেশের ক্ষতি, তামাক চাষের কারণে অন্যান্য ক্ষতির দায় কোনভাবেই তারা নেয় না। সুতরাং আমাদের তামাকের মত ক্ষতিকর পণ্যের পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর পণ্য ক্রয় করতে মানুষকে উৎসাহিত করতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, তামাককে যে অর্থনীতির জন্য সহায়ক মনে করা হয় মূলত এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা ও মিথ। কারণ ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, তামাক খাত থেকে ২২ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের বিপরীতে এ খাতে চিকিৎসা ব্যয় হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। যা মোট রাজস্বের চেয়ে ৮ হাজার কোটি টাকা বেশি। তামাক কোম্পানি অনেক বেশি রাজস্ব দেয় বলে যে দাবি করে তাও একটি মিথ। বিগত ২০২০ সালে একটি বহুজাতিক তামাক কোম্পানি মোট ২২ হাজার ৬৩০ কোটি টাকা রাজস্ব দিয়েছে দিয়েছে বলে দাবি করে। অথচ এর মধ্যে ২১ হাজার ৩০৩ কোটি টাকা জনগণের দেয়া ভ্যাট ও শুল্ক থেকে এসেছে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটির দাবি করা রাজস্বের ৯৬ শতাংশই দিয়েছে ভোক্তা বা জনগণ। এই ভোক্তাদের তামাকের পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণে উৎসাহী করতে তুলতে হবে।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ২, সংখ্যা ১৩, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২২

তামাক নিয়ন্ত্রণের বড় হাতিয়ার

দ্বিতীয় পাতার পর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী অতিদ্রুত একটি শক্তিশালী জাতীয় করনীতি প্রণয়ন প্রণয়ন করতে হবে।

আজ বুধবার (১৬ নভেম্বর ২০২২) সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মিয়া হলে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন ও ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট যৌথভাবে 'তামাক কোম্পানির বহুল প্রচারিত রাজস্ব মিথ এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডিপার্টমেন্ট অব ইপিডেমিওলজি অ্যান্ড রিসার্চ বিভাগের গবেষক ডা. মাহবুবুস সোবহান। গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশেষজ্ঞ হিসেবে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, দ্য ইউনিয়নের কনসালটেন্ট ফাহিমুল ইসলাম, ভাইটাল স্ট্রাটেজিসের কান্ট্রি ম্যানেজার মো. নাসির উদ্দিন শেখ, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান, ডব্লিউবিবি ট্রাস্টের পরিচালক গাউস পিয়ারী ও কর্মসূচি প্রধান সৈয়দা অনন্যা রহমান। এছাড়া বিভিন্ন গণমাধ্যমের অর্ধশতাধিক সাংবাদিকবৃন্দ ও তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের প্রায় অর্ধশতাধিক প্রতিনিধিগণ সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে মূলত দুইটি বিদেশি কোম্পানি দেশের তামাক ব্যবসার সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই কোম্পানিগুলো তাদের বাণিজ্য প্রসারের জন্য আমাদের দেশকে বেছে নিয়েছে। তারা শুধু এদেশ থেকে লভাংশ্যই নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ দেশে যে রোগের ব্যয়, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং যে অর্থনৈতিক ক্ষতি, পরিবেশের ক্ষতি, তামাক চাষের কারণে অন্যান্য ক্ষতির দায় কোনভাবেই তারা নেয় না। সুতরাং আমাদের তামাকের মত ক্ষতিকর পণ্যের পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর পণ্য ক্রয় করতে মানুষকে উৎসাহিত করতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

তারা আরও বলেন, সরকার এবং তামাক কোম্পানির লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিপরীতমূখী। সরকার ২০৪০ সালে মধ্যেই দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছে এবং অপর দিকে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিনিয়ত তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে ধূমপায়ী বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে।সরকারের উদ্দেশ্য সংবিধানের দায়বদ্ধতা, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যয় কমানো।আর তামাক কোম্পানির লক্ষ্য মুনাফা অর্জন।

রাজস্ব নিয়ে তামাক কোম্পানির মিথ নিয়ে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের অতি প্রচলিত একটি মিথ হলো তামাক কোম্পানিগুলো বিশেষ করে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি সরকারকে সর্বোচ্চ পরিমাণ ট্যাক্স দেয়। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তামাক খাত থেকে অর্জিত রাজস্বের সিংহভাগ (২২ হাজার ৬৩০ কোটি টাকা) আসে এই কোম্পানি থেকে।কিন্তু এই বিশাল অংকের রাজস্বের ৯৪ শতাংশেরও অধিক আসে জনগণের ভ্যাট থেকে।ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি দেয় মাত্র ৮১৬ কোটি টাকা।সুতরাং বহুদিন ধরে ভোক্তাদের প্রদত্ত ভ্যাটকেও তামাক কোম্পানি তাদের প্রদত্ত রাজস্ব বলে চালিয়ে আসছে। এছাড়া ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি বছর তামাক খাত থেকে সরকারের উপার্জিত রাজস্বের বিপরীতে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা বাবদ সরকারের ব্যয় হয় ৭.৫ হাজার কোটি টাকার অধিক।

সিগারেটের প্যাকেটে মুদ্রিত খুচরা মূল্যের পূর্বে বা পরে সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন শব্দটি উল্লেখিত না থাকায় এবং খুচরা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সুযোগ নিয়ে স্থানভেদে পণ্যের মোড়কে মুদ্রিত মূল্যের থেকে অধিক মূল্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় হচ্ছে। এই অতিরিক্ত মূল্যের উপর কোনো প্রকার কর ধার্য না হওয়ায় কারণে সরকার প্রতিবছর প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে বিশেষ উল্লেখ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর কাঠামো প্রণয়ন, তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ও শক্তিশালী জাতীয় করনীতি প্রণয়ন, তামাকের ওপরে নির্ভরশীলতা কমিয়ে কর আদায়ের অন্যান্য শক্তিশালী মাধ্যম খুজে বের করা, মূল্যস্তর এর সংখ্যা ৪টি থেকে কমিয়ে ২টি করা, খুচরা শলাকা বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ, কর আদায় ব্যবস্থা আধুনিকায়ন এবং সকল প্রকার ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে রেজিস্ট্রেশন ও করের আওতায় আসার সুপারিশ করা হয়।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

বিএটিবি'র বোর্ড থেকে সরকারের সচিবদের

দ্বিতীয় পাতার পর

বাংলাদেশ ট্রাস্ট ও ইনিশিয়েটিভ ফর পাবলিক হেলথ রিসার্চ অ্যান্ড কমিউনিকেশন (আইপিএইচআরসি) এ যৌথভাবে আয়োজিত 'তামাক কোম্পানির সিএসআর : মিথ ও বাস্তবতা' শীর্ষক এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মাননীয় মন্ত্রী এম. এ. মান্নান বলেন, তামাক কোম্পানির এসব কার্যক্রম আমাকে বিব্রত করে। যেখানে সরকার প্রধান পরিষ্কারভাবে তামাক মুক্ত করার ঘোষণা করেছেন সেখানে তামাক কোম্পানির প্রচালনা মেনে নেয়া যায় না। প্রধানমন্ত্রীর কমিটমেন্ট মানে আমাদের সবার কমিটমেন্ট। ফলে যারা তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন তারা এটা থেকে বেরিয়ে আসার সেফ এক্সিট পয়েন্ট খুঁজে বের করতে সহায়তা করুন। বিএটিবিতে সরকারের একেবারেই সামান্য শেয়ার আছে। আমি এটা প্রত্যাহারের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো। তিনি আরও বলেন, বিদেশে মানি ট্রান্সফারের বিষয়টি শুধু তামাক খাত নয় অন্যান্য খাতগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। নবম পঞ্চবার্ষিকীতে কীভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেটা নিয়ে সবাইকে ভেবে দেখতে হবে।

সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষক ও একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা। 'তামাক কোম্পানির সিএসআর, মিথ ও বাস্তবতা : বিএটিবি'র ১০ বছরের আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণার ফল উপস্থাপনের সময় তিনি বলেন, বছরে মাত্র ৬ কোটি টাকা সিএসআর ব্যয় করে ফলাও করে প্রচার করে বিএটিবি। সরকার যখন তামাক নিয়ন্ত্রণে কোনো পদক্ষেপ নেয় তখন সিএসআরে ব্যয় বৃদ্ধি করে বিএটিবি। ইতোমধ্যে বিশ্বের ৬২টি দেশ সিএসআর নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে তামাক কোম্পানি নামে বেনামে কৌশলে তাদের সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী (গাইবান্ধা-১) বলেন, আমি যেসব পলিসি নিয়ে কাজ করছি সেগুলো সরকারের জন্য খুবই দরকারি হলেও এসব খাত তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। এনবিআরের কোনো কর্মকর্তা ট্যাক্স নিয়ে কথা শুনতে চায় না। আসলে রাষ্ট্র, সরকার যদি পরিবর্তন হতে না চায় তাহলে সিভিল সমাজ কোনোকিছু নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। তামাকের বিরুদ্ধের আমাদের যে প্রচেষ্টা সেটা আসলে অসম যুদ্ধ। আমাদের সিদ্ধান্তে আসতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাক মুক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছেন সেটা পূরণ করবো নাকি করবো না? আমরা কি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে সারাবিশ্বের কাছে লজ্জিত দেখতে চাই? যদি না চাই তাহলে অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। করোনার সময় স্বাস্থ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মতনৈক্য আমরা দেখেছি। এটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। একইসঙ্গে সরকারকে তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহর করে নিতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) এর সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) হোসেন আলী খোন্দকার বলেন, যখন সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণের কোনো পদক্ষেপ নেয় তখন তামাক কোম্পানি সিএসআর বাড়িয়ে দেয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিংস। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে এনটিসিসি ইতোমধ্যেই একটি রোডম্যাপ প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। সরকারের সব প্রতিষ্ঠানের উচিত প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের তামাকমুক্ত দেশ গড়ায় সহায়তা করা।

এসময় আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন বলেন, আমরা ট্যাক্স বাড়ানোর কথা বললে তামাক কোম্পানি নানা ধরনের তথ্য প্রচার করে। সিএসআর নিয়ে প্রচারণা বাড়ায়। তাদের ব্যবসা প্রতিবছর বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

অন্যদিকে তামাক বিরোধী নারী জোটের নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আকতার বলেন, তামাক কোম্পানি রাজস্ব ও সিএসআর নিয়ে নয়ছয় করে সেটা প্রমাণিত। তামাক কোম্পানিতে সচিবদের থাকা লজ্জার। জনগণের টাকায় যাদের বেতন হয় তারা কীভাবে তামাক কোম্পানিতে থাকতে পারে। আমরা সরকারের কাছে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার ও সচিবদের নিয়োগ বন্ধ করার দাবি জানাই।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ২, সংখ্যা ১৩, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২২

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

প্রথম পাতার পর

বিকল্প নেই। বাংলাদেশের তামাক কর নীতি কেমন হওয়া প্রয়োজন এবং তাতে কী কী থাকা বাঞ্ছনীয় তা নির্ধারণ করতে এর একটি রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি)। এটির পূর্ণতার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদগণ এবং অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞদের মতামত গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এই রূপরেখায় তামাককর নীতির শিরোনাম প্রস্তাব করা হয়েছে, "জাতীয় তামাক কর নীতি-২০২১"। রূপরেখা অনুসারে জাতীয় তামাক কর নীতিতে মোট ৯টি অধ্যায় থাকবে। বিএনটিটিপির নিউজলেটারে ধারাবাহিকভাবে এ অধ্যায়গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারে ১৩তম সংখ্যায় 'অষ্টম অধ্যায়' প্রকাশ করা হলো।

অষ্টম অধ্যায় মূলত 'তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ ও নীতি বাস্তবায়নের কর্মকৌশল' বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে একটি অনুচ্ছেদে পাঁচটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদের শুরুতে বলা হয়েছে, মূল্যস্ফীতি অনুসারে প্রতিবছর তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর নির্ধারণের সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাবনা কমিটি গঠন করা হবে। অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্য-অর্থনীতি বিষয়ক একাডেমিশিয়ান; জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রতিনিধি; স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট-র প্রতিনিধি; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি; অর্থ, ভূমি, কৃষি ও বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি; তামাক-কর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং তামাক-কর বিষয়ে কার্যরত বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে। রাজস্ব বোর্ডের তামাক কর সেল এর সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবে।

পাশাপাশি রাজস্ব বোর্ডের তামাক কর সেল এ নীতি বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করার কথাও বলা হয়েছে। এরপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নীতির বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত বেসরকারি সংগঠনসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের যুক্ত করবে বলেও এতে জোর দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদটিতে আরও বলা হয়েছে, রাজস্ব বোর্ডের তামাক কর সেল উপর্যুক্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা, পত্র-যোগাযোগ, অবহিতকরণ, যুক্তকরণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে এই যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করা; পাশাপাশি প্রতিবছর তামাক কর সেল ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল যৌথভাবে তামাকজাত দ্রব্যের কর বৃদ্ধি এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করবে।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

সম্পাদকীয়

প্রথম পাতার পর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর যৌথ গবেষণায় স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

গবেষণায় দেখাযায়, তামাক কোম্পানীগুলো সিগারেট বাজারজাত করার সময় এমন কৌশল নিচ্ছে যাতে খুচরা বিক্রেতারা প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত দামের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি করতে বাধ্য করছে। এভাবে মূল্য কারসাজি করে তামাক কোম্পানিগুলো গত অর্থ বছরে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা কর ফাঁকি দিয়েছে একইভাবে তারা বিপুল পরিমাণ অবৈধ মুনাফা অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ) বাজার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর সত্যতা পেয়েছে বলে গণমাধ্যমের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আমরা তামাক কোম্পানীর এই অপকৌশলের বিরুদ্ধে এখনো প্রয়োজনীয় কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখছি না।

সম্প্রতি বিইআর দেশের বিভিন্ন সিগারেটের খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করে দেখেছে,তামাক কোম্পানিগুলো খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রে প্রতি শলাকা সিগারেটের খুচরা বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে এবং সে অনুযায়ী বিক্রি নিশ্চিত করছে। কোম্পানি নির্ধারিত এই মূল্য প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত মূল্যের হিসাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেশি। মাঠ পর্যায়ে দেখা গেছে, প্রিমিয়াম ব্যান্ডের ২০ শলাকা সিগারেটের প্যাকেটে মুদ্রিত মূল্য ২৮৪ টাকা। সেই হিসাবে প্রতি শলাকার মূল্য ১৪.২০ টাকা অথচ প্রতি শলাকা সিগারেট বিক্রি হচ্ছে ১৬ টাকায় এই হিসাবে প্রতি ২০ শলাকার ৩৬ টাকা বেশি দাম রাখা হচ্ছে। এই অতিরিক্ত টাকা থেকে কোনো রাজস্ব পাচ্ছে না সরকার, পুরোটাই যাচ্ছে তামাক কোম্পানির পকেটে।

অন্যদিকে উচ্চ স্তরের সিগারেটের ২০ শলাকার প্যাকেটে মুদ্রিত মূল্য ২২২ টাকা হিসাবে ১ শলাকার মূল্য ১১.১০ টাকা। কিন্তু বিক্রি হচ্ছে প্রতি শলাকা ১২ টাকা এবং প্রতি প্যাকেট ২৪০ টাকায়। যা প্যাকেট প্রতি ১৮ টাকা বেশি। এছাড়া মধ্যম স্তরের ২০ শলাকার মূল্য ১৩০ টাকা হিসাবে প্রতি শলাকা ৬.৫০ টাকা হলেও প্রতি প্যাকেট বিক্রি হচ্ছে ১৬০ টাকা এবং প্রতি শলাকা ৮ টাকা। আবার নিম্ন স্তরের ২০ শলাকার মূল্য ৮০ টাকা হিসাবে প্রতি শলাকা ৪ টাকা হলেও প্রতি প্যাকেট বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা এবং প্রতি শলাকা ৫ টাকা।

শুধু তাই নয়, এই মূল্য স্তরের ভিতরে মধ্যম স্তরে লাকি স্টাইক, ক্যামেল ও নিম্ন স্তরে রয়্যালস নামে ভিন্ন ভিন্ন দামের সিগারেট বাজারে নিয়ে আসা হয়েছে। ২০ শলাকার ১ প্যাকেট লাকি স্টাইকের মূল্য ১৬৪ নির্ধারিত হলেও প্রতি শলাকা বিক্রি হচ্ছে ১০ টাকায়। ফলে প্রতি প্যাকেটের মূল্য পড়ছে ২০০ টাকা। একই স্তরে ক্যামেল সিগারেটের ২০ শলাকার ১ প্যাকেটের মূল্য ১৩০ টাকা হলেও প্রতি শলাকা বিক্রি হচ্ছে ৮ টাকায়। যা প্যাকেটের হিসাবে বিক্রি হচ্ছে ১৬০ টাকা। ফলে প্রতি প্যাকেট ক্যামেল সিগারেট বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকা বেশিতে।

বিপুল এ রাজস্ব ফাঁকি ঠেকাতে সরকারের পক্ষ থেকে জোরালো পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। এক্ষেত্রে আসন্ন অর্থবছর থেকেই খুচরা শলাকা সিগারেট বিক্রি বন্ধ করার পাশাপাশি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে সিগারেট বিক্রি ঠেকাতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। একইসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শক্তিশালী তামাক কর নীতি প্রণয়নের যে ঘোষণা দিয়েছিলেন সেটা প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব নীতিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। যাতে তামাকের ব্যবহার কমার পাশাপাশি সরকারের রাজস্বও আয় বৃদ্ধি পায়।

প্রথম পাতায় ফিরে যান